সমন্বিত শিক্ষা এখন সময়ের দাবি

লিখেছেন **এম এম এমরান চৌধুরী**

আমরা জানি ও বিশ্বাস করি ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম এবং আমাদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআন একটি 'Complete code of life' অর্থাৎ পবিত্র কোরআন মানবজাতির জন্য 'একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান'। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পবিত্র কোরআনের শিক্ষায় আলোকিত মহা-মনীষীগণ দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান-চিকিৎসা ও অঙ্কশাস্ত্র এমনকি সমরবিদ্যায়ও যে পারদর্শিতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষকে ইসলামের কল্যাণে ও শাশ্বত রূপকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তাদের কীর্তি লাভ করেছে অমরত্ব যা যুগে যুগে অনুসরণ করে উপকৃত হয়েছে।

আমরা অনেকেই জানি এবাদত হচ্ছে দু'প্রকার- হক্কুলা ও হুক্কুল এ'বাদ। প্রতিটি মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব হলো উভয় প্রকার এবাদত বন্দেগীতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। কিন্তু এটি দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা হক্কুল এ'বাদের প্রতি বেশি দৃষ্টি দেই না। যার জন্য অবশ্যই আল্লাহ্ পাকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার উন্মেষ ঘটাতে পারলে হক্কুল এ'বাদের প্রতি অনেকেই অনুরক্ত হতো।

ইসলামী মূল্যবোধের ও নিজস্ব দায়বদ্ধতার কারণে সময় পেলেই কিছু লেখা ও বলার জন্য চেষ্টা করি। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছিলাম, লর্ড ম্যাকলের ২০০ বছরের পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থা জাতি হিসেবে আমাদের পঙ্গু করে রেখেছে। আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তবে দেখতে পাবো আমাদের বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এখন ৩টি ধারায় বিভক্ত। ১টি ধারায় আমরা দেখি আমাদের সন্তানেরা গৎবাঁধা কিছু প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে কোনো মতে দু'চারটি কাগুজে সার্টিফিকেট জোগাড় করে। যে সার্টিফিকেট তাদের 'জীবন-জীবিকা'র নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। বরং শিক্ষিত বেকার হওয়ার অভিশাপ তাদের অনেকের জীবনে সবচেয়ে বড় সম্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা আমাদের আর এক ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখতে পাই কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মাদ্রাসাগুলো থেকে পাস করে বের হচ্ছেন। এরা শিক্ষা জীবনে প্রচুর সময় ব্যয় করলেও আধুনিক শিক্ষার অভাবে শিক্ষা শেষে চাকরির বাজারে টিকে থাকতে পারেন না, পার্থিব শিক্ষার গুণগতমান অভাবের কারণেই এটি ঘটছে। আর উচ্চবিত্তের সন্তানেরা 'O' Level ও 'A' Level পাস করেই বিদেশী প্রভুদের সেবায় বিদেশে পাড়ি জমায়। এদের বেশির ভাগেরই না থাকে দেশের প্রতি কোনো মমত্ববোধ বা দায়বদ্ধতা, না থাকে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা। শিক্ষা ব্যবস্থার এ বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতে হবে। আনতে হবে শিক্ষায় প্রগতিশীল ধারা। প্রচলন করতে হবে এমন একটি 'এক ও অভিন্ন সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার' যেখানে সব বিভেদ-বৈষম্য আর শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ থাকবে না। আর ধর্মীয় চিন্তাচেতনার সঙ্গে 'প্রগতিশীল, বৈজ্ঞানিক, বাস্তবমুখী ও প্রায়োগিক শিক্ষার' সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব। যা 'পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষা, পার্থিব ও আধুনিক শিক্ষা, আমল ও আত্মশুদ্ধি এবং কর্মসংস্থানমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায়' নিহিত থাকবে।

আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমাদের বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা একটি সমন্বয়হীন শিক্ষা ব্যবস্থা। জাতীয় স্বার্থে এরূপ সমন্বয়হীনতা বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে চলতে দেয়া সঠিক নয় বলে আমি মনে করি। ১৯৯৯ সালের জাতীয় শিক্ষা জরিপে (পোস্ট প্রাইমারি তথ্য) অনুসারে দেশের নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০২৪টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২,২৬৯টি, কলেজ ২,৪১১টি, মাদ্রাসা ৭,০৬৮টি এবং যা বর্তমানে এ সংখ্যা নিঃসন্দেহে আরো কয়েক গুণ বেড়েই চলেছে অর্থাৎ এ ডাটাগুলো থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দেশে অভিন্ন ও সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। যা দেশ ও জাতির জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক হবে।

আগেই বলেছি আমাদের দেশের সন্তানেরা কেউবা বাংলা মিডিয়ামে, কেউবা ইংলিশ মিডিয়ামে, আবার কেউবা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলা ও ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা ব্যবস্থার মতো আরবি মিডিয়াম শিক্ষা ব্যবস্থায়ও দ্বিধাবিভক্তি আছে। যেমন মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন মাদ্রাসাগুলোতে এক রকম সিলেবাস আর কওমি মাদ্রাসাগুলোতে অন্য রকম সিলেবাস অনুসরণ করা হচ্ছে। এর কারণ আমাদের দেশের বিজ্ঞ আলেম সমাজ বলতে পারবেন। বাংলা, ইরেজি ও আরবি এ শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতিকে শৈশব থেকেই দ্বিধাবিভক্ত করে গড়ে তোলা হচ্ছে যা কি না ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থারই এক মারাত্মক কুফল, দেশ ও জাতির উন্নয়নে, দলমত নির্বিশেষে আমাদেরকে এ বন্ধ্যা ঘুচিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা জাতীয় ঐক্য ও সংগ্রামের মাধ্যমে পেয়েছি 'মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে' আমাদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরও সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা আজও পাইনি। এটি জাতির জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

অন্যদিকে আমাদের শিশুরা বাল্যশিক্ষায় হাতেখড়ির সময় 'অ'তে অজগরের ছবিটি দেখে ও পড়ে। বই খুলেই অজগর সাপের ভয়ঙ্কর ছবি দেখে তার মনে ভীতির সঞ্চার করে। কিন্তু 'অ'তে যতি 'অজু' শব্দটি ব্যবহার করা হতো বা 'আ'তে 'আম' শিখে যদি 'আজান' শিখানো হতো 'ই'তে ইঁদুর না শিখে 'ইবাদত' শিখানো যেতো বা 'ঈ'তে যদি 'ঈগল' না শিখিয়ে 'ঈমান' শিখাতে পারতাম অর্থাৎ 'অ'তে 'অজু', 'আ'তে 'আজান', 'ই'তে 'ইবাদত', 'ঈ'তে 'ঈদ' আমাদের শিশুরা তাদের শিশু অবস্থা থেকেই শিখতে পারতো তাহলে আমার মনে হয় শিশুকাল থেকেই আমাদের শিশুদের মনে ভয়ভীতির পরিবর্তে একটি সুখকর ও পবিত্র ভাবের উন্মেষ ঘটানো সম্ভব হতো, যা জাতির জন্য হতো অত্যন্ত কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক।

পৃথিবীর উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমন্বিত শিক্ষা নীতিমালা নির্ধারণ করলে আমাদের দেশের জনগণ শিক্ষার সুযোগ সহজেই গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি। কেননা বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবীতে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তা মোকাবেলার জন্য গোটা জাতিকে উন্নত, যুগোপযোগী ও গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। বিশ্বায়নের কারণে পৃথিবী একটি গ্রামের মতোই হয়ে এসেছে, প্রতিনিয়তই একটি দেশের সঙ্গে আরেকটি দেশের সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন, প্রযুক্তি, আমদানি-রপ্তানিতে। সে জন্যই গোটা জাতিকে যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। আমাদেরকে এমন একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে যা আধুনিক শিক্ষা, পবিত্র কোরআন ও সুন্নার শিক্ষা, আমল ও আত্মশুদ্ধির শিক্ষা, আত্মকর্মসংস্থানমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় নিহিত থাকবে। যার মাধ্যমেই গড়ে উঠবে একটি আধুনিক অভিন্ন ও সমন্বিত এবং ধর্মীয় মূল্যবোধে সৃষ্ট একটি সুন্দর কার্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থা। যার মাধ্যমে জাতি গড়ে উঠবে এক অভিন্ন ধারায়।

আমরা যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী তারা আখেরাতে বিশ্বাসী। 'আদ্ দুনিয়া মাজেরাতুল আখেরা' অর্থাৎ 'দুনিয়া হলো আখেরাতের ক্ষেত্র'। আজকের মুসলিম জগতের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ও আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ড. মাহাথির মোহাম্মদ তাঁর বাংলাদেশ সফরকালে বলেছিলেন 'আমরা কতিপয় লোক কেবলমাত্র আখেরাতের পরের জিন্দেগির ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে দুনিয়ার জীবনাচারণকে কম গুরুত্ব দিচ্ছি- ফলশ্রুতিতে সমগ্র মুসলিম দুনিয়া সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে, বিধর্মীদের হাতে মার খাচ্ছে চরমভাবে।' আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই- তার অমূল্য বক্তব্যের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে হবে। কারণ, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যে মুসলমান জাতি সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়েছিল- তারা কেন আজ বর্বর নির্যাতনের ও অবহেলার শিকার, তার কারণ খুঁজে বের করা আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষিত মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।

পরিশেষে, পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক আমরা যেন সবাই আমাদের জীবন পরিচালিত করতে পারি, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন বর্তমানে নির্যাতিত-অবহেলিত মুসলিম জাতিকে তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেন, আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।